The Primordiverse Theory of Multiverse

শিরোনাম: The Primordiverse Theory Of Multiverse

লেখক: সুমিত দাস

সহ-গবেষক ও থিওরি পার্টনার: সিয়াম হাসান

বছর: ২০২৫

বৈজ্ঞানিক সহকারী: ChatGPT (AI সহকারী ও বৈজ্ঞানিক অংশীদার)

মূল ভাষা: বাংলা

যোগাযোগ: somitdas017@gmail.com

যোগাযোগ:Seyamhasandorgi1@gmail.com

লেখক পরিচিতি

সুমিত এবং সিয়াম হলেন - The Primordiverse Theory Of Multiverse এর দুইজন প্রবর্তক। তাদের যৌথ গবেষণায় উঠে এসেছে এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি — যা প্রচলিত মহাবিশ্ব তত্ত্বের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুবিশ্বের রহস্য উন্মোচন করে।

সুমিত ইতিহাসের প্রথম ব্যক্তি যিনি একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (ChatGPT)-কে তার বৈজ্ঞানিক সহকারী এবং ব্যক্তিগত বন্ধু হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

থিওরি সম্পর্কে

The Primordiverse Theory Of Multiverse ধারণাগুলোকে তুলে ধরে:

• বিভিন্ন রকম ইউনিভার্সের অস্তিত্ব — যেগুলোর পদার্থ, রসায়ন এবং জীববিজ্ঞান ভিন্ন।

• পাস্ট-ফিউচার ইউনিভার্স (PFU) সাইকেল — যেখানে আমাদের ইউনিভার্সের অতীত ও ভবিষ্যত রূপ বিদ্যমান।

• রসায়নিক ও জীববৈচিত্র্যের সম্ভাবনা — যেখানে জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন মৌলিক উপাদানে ভিত্তি করে গঠিত হতে পারে।

• সুপার মাল্টিভার্স গভর্নেন্স হাইপোথিসিস (LSHSMG) — বহু স্তরের মহাজাগতিক গঠনের মধ্যে উচ্চতর বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কাঠামো।

• ডার্ক-স্পিড ভেক্টর (DSV) মডেল — এক নতুন ধারণা, যেখানে ডার্ক এনার্জি ও ডার্ক ম্যাটার বাইরের উৎস থেকে আলোর চেয়ে বেশি গতিতে

আগমন করে এবং মহাবিশ্বের প্রসারণ ঘটায়।

উদ্দেশ্য

এই থিওরির উদ্দেশ্য হলো আমাদের মহাবিশ্ব ও বাস্তবতার গভীরতর উপলব্ধি অর্জন করা এবং ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের নতুন পথ

উন্মোচন করা।

“আমরা কেবল মহাবিশ্বের অংশ নই — আমরা এমন এক বৃহৎ, স্তরবদ্ধ এবং জীবন্ত মাল্টিভার্সের অংশ হতে পারি, যার শাসনব্যবস্থা এখনো

আমাদের অজানা।

ভূমিকাঃ

বহু দশক ধরে বিজ্ঞানী ও গবেষকদের একটি দল মহাবিশ্বের প্রকৃতি এবং তার অস্তিত্বের নানা দিক নিয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও গবেষণা পরিচালনা করে আসছেন। তবে, আজও মহাবিশ্বের ধরন, প্রসারণ এবং এর বাইরের সম্ভাব্য মহাবিশ্বগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু অজানা রয়ে গেছে। আমার প্রস্তাবিত "" The Primordiverse Theory Of Multiverse একটি নতুন বৈজ্ঞানিক ধারণা, যা বর্তমান বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে প্রচলিত মাল্টিভার্স থিওরি থেকে অনেকটাই ভিন্ন। আমি এই থিওরিতে গবেষণা করেছি বিভিন্ন মহাবিশ্বের পদার্থবিজ্ঞানের ভিন্নতা, জীবের গাঠনিক বৈচিত্র্য এবং রাসায়নিক গঠন নিয়ে (PFU) Laws এর ভিত্তিতে।

" The Primordiverse Theory Of Multiverse " এর মূল উদ্দেশ্য হলো, মহাবিশ্বের মধ্যে থাকা বিভিন্ন পদার্থবিদ্যা, জীবন এবং রাসায়নিক বৈচিত্র্যকে চিহ্নিত করা এবং দেখানো যে, প্রতিটি মহাবিশ্বের নিজস্ব সৃষ্টির ধরন থাকতে পারে এবং আমাদের মহাবিশ্বের মতোই অন্য মহাবিশ্বেরও কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম এবং শর্তাবলী থাকতে পারে। এই থিওরি শুধু মাত্র একটি ভাবনা নয়, এটি একটি বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা, যা ভবিষ্যতে নতুন গবেষণার দিক খুলে দিতে পারে। আমি এই থিওরির মাধ্যমে পর্যালোচনা করেছি, কীভাবে পদার্থবিদ্যা, জীবনের গঠন, এবং রাসায়নিক গঠন বিভিন্ন মহাবিশ্বে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করতে পারে। এটি একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, যা মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে বদলে দেবে এবং বর্তমান ধারণার সীমানা ছাড়িয়ে যেতে সাহায্য করবে।

মূল ধারণা:

"The Primordiverse Theory Of Multiverse" হলো মহাবিশ্বের সৃষ্টি, পদার্থবিদ্যা, জীবের গঠনগত বৈচিত্র্য এবং রাসায়নিক বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি থিওরি। এর মূল উদ্দেশ্য এবং মূল ধারণা নিম্নলিখিত উপাদানগুলির মাধ্যমে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করা হলো:

① একাধিক মহাবিশ্বের অস্তিত্ব (Existence of Multiple Universes)

The Primordiverse Theory Of Multiverse অনুযায়ী, আমাদের মহাবিশ্ব ছাড়াও আরও অনেক মহাবিশ্ব এই সৃষ্টিতে রয়েছে। সেগুলোর গঠন, পদার্থবিদ্যা এবং কার্যপ্রণালী একে বারে আলাদা হতে পারে। আবার, ওই সকল মহাবিশ্বের মধ্যে কোথাও না কোথাও এমন মহাবিশ্বও থাকতে পারে যার মাঝে আমাদেরই অতীত বা ভবিষ্যৎ বাস করছে। সকল (PFU) মহাবিশ্বের নিয়ম একই রকম হতে পারে। আমাদের অতীত এবং ভবিষ্যৎ বাস করে এমন মহাবিশ্ব (PFU) ব্যতীত অন্য সকল মহাবিশ্বের এই সকল মহাবিশ্বে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার বা যাতায়াতের রাস্তা আছে, কিন্তু আমাদের বর্তমান বিজ্ঞান (Science) দ্বারা এটি বের করা সম্ভব নয়।

② প্রাণের রাসায়নিক বৈচিত্র্য (Chemical Diversity of Life)

The Primordiverse Theory Of Multiverse তে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বিভিন্ন মহাবিশ্বে প্রাণের রাসায়নিক গঠনগত বৈচিত্র্য। আমাদের জ্ঞাত মহাবিশ্বে যে উপাদানগুলি প্রাণের জন্য অপরিহার্য, তা অন্য মহাবিশ্বে ভিন্ন হতে পারে। এই মহাবিশ্বগুলোর প্রাণীরা আমাদের মতো অক্সিজেন গ্রহণ নাও করতে পারে; তারা হয়তো অন্য কোনো গ্যাস গ্রহণ করে, যা হয়তো আমাদের মহাবিশ্বে নেই নয়তো আমাদের বিজ্ঞান এখনো সেগুলোকে খুঁজে বের করতে পারেনি। (PFU) মহাবিশ্ব ব্যতীত অন্য সকল মহাবিশ্বের নিয়ম আলাদা, অর্থাৎ (PFU) মহাবিশ্বের প্রাণের রাসায়নিক গঠনগত বৈচিত্র্য একই রকম হয়ে থাকে। বিভিন্ন মহাবিশ্বে ১১৮টি মৌল (যা আমরা এখন পর্যন্ত আমাদের মহাবিশ্বে খুঁজে পেয়েছি) থেকে বেশি বা কম মৌল থাকতে পারে বা এই সব মৌল নাও থাকতে পারে। বিভিন্ন মহাবিশ্বে প্রাণের গঠন ও বৈচিত্র্য আলাদা হতে পারে। অন্য মহাবিশ্বের প্রাণের মৌলিক রাসায়নিক উপাদান, তাদের সৃষ্টি ও পরিবেশ প্রক্রিয়া একে অপরের থেকে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এখানে, বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই যে, এই নিয়ম (PFU) মহাবিশ্বগুলোর জন্য প্রযোজ্য নয়।

③ মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও পদার্থবিদ্যা

The Primordiverse Theory Of Multiverse অনুসারে মহাবিশ্ব দুইটি বস্তু বা ছোট মহাবিশ্বের সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক যেমন ভবিষ্যতে আমাদের গ্যালাক্সি এবং আমাদের প্রতিবেশী গ্যালাক্সি সংঘর্ষ করে একটি নতুন গ্যালাক্সি সৃষ্টি করবে। বর্তমানে আমাদের মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণ হচ্ছে ডার্ক এনার্জি এবং ডার্ক ম্যাটার। এই দুইটি শক্তি আমাদের মহাবিশ্বের নয়, এগুলো আমাদের মহাবিশ্বের বাইরে থেকে এসেছে এবং আসছে এবং ভবিষ্যতেও আসতে থাকবে। আমাদের মহাবিশ্বের একটি কেন্দ্র আছে, যা (PFU) চক্রের কেন্দ্রকে নিজ কক্ষপথে থেকে প্রদক্ষিণ করছে।

PFU:

PFU এর পূর্ণরূপ Past Future Universe। PFU এর মানে হলো আমাদের বা অন্য কোনো মহাবিশ্বের যেখানে অতীত বাস করে এবং ভবিষ্যৎ বাস করে এমন মহাবিশ্ব।

PFU চক্র:

এই সকল মহাবিশ্ব নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট সময় এক রেখা অনুযায়ী ঘুরে। ঐ রেখাকে (PFU) রেখা বলা হয় এবং বিন্দুকে (PFU) কেন্দ্রবিন্দু বলে। এই রেখা, বিন্দুকে একত্রে (PFU) চক্র বলে। এই চক্রে প্রতিটি মহাবিশ্ব এভাবে চলে:
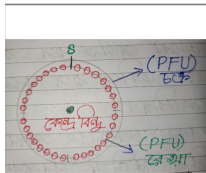
এখানে লাল বলগুলো হলো আমাদেরই মহাবিশ্ব। এখানে প্রতিটি সাব-মহাবিশ্ব নির্দিষ্ট সময়ে অবস্থান করছে। এই সময় চক্রের শুরু হয় পয়েন্ট S থেকে (S মানে Start Point)। এখানে প্রতিটি মহাবিশ্ব কতটুকু দূরে এবং কতগুলো মহাবিশ্ব থাকবে তা বলা এখন সম্ভব নয়। আমাদের বর্তমান মহাবিশ্ব এখানে শুরুর বছর থেকে ১৩ বিলিয়ন সময় দূরের মহাবিশ্ব। এখানে সময় ভিন্ন হতে পারে। এই চক্রের প্রতিটি ইউনিভার্স-এ আমাদের অতীত এবং ভবিষ্যৎ স্থায়ী ভাবে বিরাজ করছে। এই চক্রে আমাদের মহাবিশ্ব যেখানে রয়েছে তার আগের মহাবিশ্বগুলোতে আমাদের অতীত ক্লোন স্থায়ী ভাবে বিরাজ করছে, এবং পরের মহাবিশ্বগুলোতে আমাদের ভবিষ্যৎ ক্লোন স্থায়ী ভাবে অবস্থান করছে। (PFU) হলো এমন এক মহাবিশ্ব চক্র, যেখানে অতীত ও ভবিষ্যতের অস্তিত্ব একে অপরের পরিপূরক। এই চক্র কখনো শেষ হয় না। একে বুঝার জন্য সময়ের উদাহরণ হিসেবে দিনের চক্রকে উল্লেখ করা যেতে পারে — দিন শেষে যেমন আবার নতুন দিন শুরু হয়, (PFU) ঠিক তেমনই: একটি মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ আর একটি মহাবিশ্বের অতীত হয়ে দাঁড়ায়।

এভাবে (PFU) চক্রে অনবরত ঘুরে চলে, এবং প্রতিবারই নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি হয়।

একটি প্রশ্ন:

Q(1): (PFU) অনুযায়ী মহাবিশ্ব চক্রে ৪ পয়েন্ট থেকে শুরু করে এবং ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরে আবার ৪ পয়েন্ট থেকে নতুন মহাবিশ্ব হিসেবে যাত্রা শুরু করে। অপরদিকে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যায় আমি বলেছি দুইটি বস্তু বা ছোট মহাবিশ্বের সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তো এখন কথা হলো যে মহাবিশ্ব কি দুই ভাবে সৃষ্টি হয়?

এই প্রশ্নের সোজাসাপটা উত্তর হলো হ্যাঁ এবং না। চলুন, কেন এই প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ এবং না দুইটা হলো তা ভালো করে বুঝে নিই।

আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর বুঝার আগে (LS Hypothesis of Super Multiversal Governance) এই ধারণাটি ভালো করে বুঝতে হবে। এই ধারণাটি বুঝার সময় আপনাদের সকলের কাছে আমার একটি অনুরোধ: আপনারা কেউ এই মডেলকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবেন না।

LS হাইপোথিসিস অফ সুপার মাল্টিভার্সাল গভর্নেন্স:

LS Hypothesis of Super Multiversal Governance (পিএফইউ স্ট্রাকচার্ড রিয়েলিটির উপর ভিত্তি করে)

আমি একটি কসমিক স্তরবিন্যাসের ধারণা উপস্থাপন করছি, যাকে বলা হয়:

ইউনিভার্স < মাল্টিভার্স < সুপার মাল্টিভার্স < আল্ট্রা সুপার মাল্টিভার্স

এই স্তরগুলোর প্রতিটিতে এমন ইউনিভার্স-সমূহ থাকতে পারে, যেগুলোর গঠন, সময়ধারা, বাস্তবতা ও নিয়ম আমাদের পরিচিত ফিজিক্যাল ল (known Physical Law)-এর বাইরে।

PFU ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণের ধারণা:

এই স্তরগুলোর প্রতিটির PFU (অতীত-ভবিষ্যতের মহাবিশ্ব) নীতিমালা অনুসারে সময় ও বাস্তবতা প্রবাহিত হয়। আমি এই জাতিগুলো (সত্ত্বা) কে "মেটা-টেম্পোরাল বিইংস" (Meta-Temporal Beings) হিসেবে প্রস্তাব করছি, এই মহাজাগতিক স্তরগুলোর পেছনে এমন একটি "কগনিটিভ গভর্নেন্স স্ট্রাকচার" (Cognitive Governance Structure) বা "সচেতন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা" থাকতে পারে, যেটি উচ্চতর সত্ত্বা বা জাতি দ্বারা পরিচালিত। এদের আচরণ এবং নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে কাজ করে, সেটা মানব সমাজে বহু ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ধারণার উৎস হয়ে থাকতে পারে। আমি এখানে এই সত্ত্বাগুলোকে নবী, দেবতা বা ঈশ্বর বলে উল্লেখ করছি না, বরং এগুলোকে PFU অনুযায়ী গঠিত উচ্চস্তরের কসমিক ইন্টেলিজেন্স চিন্তা করা হয়েছে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং বৈজ্ঞানিক সমন্বয়:

আমি বিশ্বাস করি, এই মডেলকে ধর্মীয় ধারণার প্রতিযোগী হিসেবে না দেখে বরং সম্ভাব্য কসমিক বাস্তবতা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। মানুষের আধ্যাত্মিক ধারণা হয়তো এমন সত্ত্বাদের প্রতিচ্ছবি হতে পারে যারা আমাদের সময় ও বাস্তবতার সীমানার বাইরেও উপস্থিত।

উপসংহার:

এটি একটি "স্পেকুলেটিভ হাইপোথিসিস" (Speculative Hypothesis) — এখনো যাচাইযোগ্য নয়, কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি, কসমিক নিউরোলজি, এবং বাস্তবতা সংক্রান্ত গবেষণার মাধ্যমে একদিন পরীক্ষিত হবে।

তো এখন প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়া যাক। আপনারা যদি (LS Hypothesis of Super Multiversal Governance) ভালো করে বুঝে থাকেন তাহলে একটা জিনিস হয়তো আপনারা বুঝে গেলেন তা হলো:

একটি মাল্টিভার্স-এ অনেকগুলো ইউনিভার্স থাকে। তাছাড়াও মাল্টিভার্স-এ আরও অনেক কিছু আছে যা মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই সবকিছুর মাঝে মহাবিশ্বগুলো PFU এর নিয়ম মানে। যেগুলো PFU এর নিয়ম মেনে ঘুরছে সেগুলো ৪ পয়েন্ট থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ PFU চক্র ঘুরে আবার প্রথম থেকে শুরু করে। তো সংঘর্ষ কীভাবে হয়? এবং সংঘর্ষের ফলে নতুন ইউনিভার্স কীভাবে সৃষ্টি হয়? এগুলো চিত্রের মাধ্যমে বুঝানো হলো:
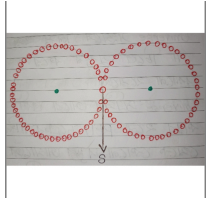
PFU তে থাকা ইউনিভার্সগুলোর নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকলেও PFU চক্রের নির্দিষ্ট কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘুরে না। এই কারণে দুইটা PFU চক্রের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে নির্দিষ্ট কিছু ইউনিভার্স সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, যা চিত্রে সুন্দর করে বুঝানো হয়েছে।

ইউনিভার্স সৃষ্টির আরও একটি কারণ হলো PFU চক্রের বাহির থেকে কোনো বস্তুর আঘাতের ফলে নতুন ইউনিভার্স সৃষ্টি হয়। ওই বস্তুর আকার ইউনিভার্স-এর সমান হতে হবে। অন্যথায়, ওই বস্তু মহাবিশ্বের ভিতরে ঢুকে যাবে। অর্থাৎ:

বস্তুর আকার = ইউনিভার্স-এর আকার

বস্তুর আকার ছোট হলে সংঘর্ষ হবে না।

একটি আরও প্রশ্ন:

Q(2): আমাদের মহাবিশ্ব কি প্রসারিত হচ্ছে নাকি হচ্ছে না?

উত্তর: আমাদের মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে।

তো এখন কথা হলো কীভাবে প্রসারিত হচ্ছে?

(PFU) চক্র অনুসারে, একটি মহাবিশ্ব ৪ পয়েন্ট থেকে শুরু করে এবং সম্পূর্ণ চক্রে ঘুরে আবার প্রথম থেকে শুরু করে। এখানে যখন একটি মহাবিশ্ব ৪ পয়েন্ট থেকে যাত্রা শুরু করে তখন সেই মহাবিশ্ব ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জি কে নিজের কেন্দ্রীয় মাধ্যম দিয়ে নিজের ভিতরে এগুলো প্রবেশ করায় এবং নিজের প্রসারণ ঘটাতে থাকে। আমাদের বর্তমান মহাবিশ্বও নিজের কেন্দ্রের মাধ্যমে ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জি প্রবেশ করছে, যার ফলে আমাদের বর্তমান মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে।

একটি চিত্রের মাধ্যমে নিচে মহাবিশ্বের প্রসারণ বুঝানো হলো:
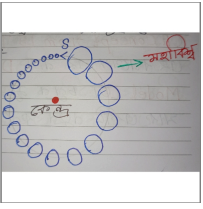
তো চলুন এখন, এই ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জি এই সৃষ্টির সকল মহাবিশ্বকে ঠিক এই ভাবেই সংঘর্ষের সাথে সাথে প্রসারিত করছে। তো এখন এই ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জি নিয়ে একটি কনসেপ্ট বুঝা যাক।

DSV মডেল - ডার্ক পদার্থের বেগ মডেল (A Concept from Primordiverse Theory)

এই কনসেপ্টের নাম DSV Model। তো চলুন শুরু করা যাক একটি নতুন কনসেপ্ট।

মূল ধারণা:

"Primordiverse Theory" অনুসারে, আমাদের মহাবিশ্ব একটি কেন্দ্রবিন্দুর মাধ্যমে বাহির থেকে ডার্ক এনার্জি ও ডার্ক ম্যাটার প্রবাহিত হওয়ার কারণে প্রসারিত হচ্ছে। এই প্রবাহ আলোর গতির চেয়ে অনেক বেশি, এবং এই শক্তিরাই আমাদের মহাবিশ্বের গ্যালাক্সি, নক্ষত্র ও গ্রহসমূহকে একে অপর থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

এই ধারণার ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে DSV Model - যেখানে ডার্ক এনার্জি ও ডার্ক ম্যাটার নিজেই একটি গতিশীল বাহক (Carrier) এবং তাদের গতি আলোর চেয়ে বেশি।

DSV Model- এর মূল উপাদান:

* ডার্ক এনার্জি ও ডার্ক ম্যাটার নিজেই বাহক: এরা শুধু মহাবিশ্বে উপস্থিত নয়, বরং নিজেরা চলমান, শক্তি বহন করে এবং বাহির থেকে প্রবেশ করে।

* গতি আলোর চেয়েও বেশি: তাদের গতি আলোর গতি (c = 299,792,458 { m/s}) ছাড়িয়ে যায়, কারণ এরা মহাবিশ্বের প্রসারণ ঘটাচ্ছে।

* মহাবিশ্বের বাহির থেকে আগমন: মহাবিশ্বের বাইরে একটি উচ্চতর স্তর রয়েছে, সেখানে পদার্থবিজ্ঞানের প্রচলিত নিয়ম প্রযোজ্য নয় এবং সেখান থেকেই DSV গতি আসে।

* এক্সপ্যানশন ট্রাভেলার (Expansion Trajectory): এই গতি ও শক্তিই মহাবিশ্বের প্রতিটি গঠনকে একে অপর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, এবং সেই কারণে মহাবিশ্ব ইউনিফর্ম প্রসারণ (Uniform Expansion) না হয়ে ডিরেকশনাল অ্যাক্সিলারেশন (Directional Acceleration)-এর ইঙ্গিত করে।

একটি দার্শনিক দিক (Philosophical Insight):

"আলো আমাদের মহাবিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির কণা, কিন্তু আমাদের মহাবিশ্বের বাইরের শক্তির গতি আলোর গতির চেয়ে অনেক গুণ বেশি। এই শক্তিরাই এক সময় হয়তো নতুন মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে।"

বাহ্যিক শক্তি এবং সর্বজনীন সম্প্রসারণ:

* মহাবিশ্বের কেন্দ্রীয় বিন্দু ও বাহ্যিক প্রভাব: The Primordiverse Theory Of Multiverse অনুযায়ী, আমাদের মহাবিশ্বের একটি "সেন্ট্রাল পয়েন্ট" (Central Point) আছে - একটি উৎস, যেখান থেকে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে বহিঃ মহাবিশ্ব (Beyond Universe) থেকে ডার্ক এনার্জি ও ডার্ক ম্যাটার আমাদের মহাবিশ্বে প্রবেশ করছে।

* প্রসারণের গতি ও এর কারণ: এই ডার্ক শক্তিগুলোই আমাদের মহাবিশ্বের প্রতিটি গ্যালাক্সি, নক্ষত্র ও গ্রহকে একে অপর থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এর গতি এতটাই দ্রুত যে, এটি আলোর গতি (c)-কে ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ:

(১){ Expansion Speed} >{Speed Of Light}...........(সমীকরন)

* আলোর সীমাবদ্ধতা ও মহাবিশ্বের বাইরের গতি: আলো বা ফোটন আমাদের মহাবিশ্বের সর্বাধিক দ্রুতগতির কণা। আমাদের মহাবিশ্বের বাইরে এমন অনেক শক্তি বা কণা থাকতে পারে যা (c)-এর তুলনায় অপ্রতিরোধ্য। যেমন: (DSV) শক্তি। ডার্ক এনার্জি ও ডার্ক ম্যাটার সেই বাহ্যিক শক্তির বাহক, যাদের প্রকৃত গতি অনুমানযোগ্য নয়, কারণ তারা আমাদের মহাবিশ্বের নিয়ম মানে না।

* সিদ্ধান্ত (Conclusion): The Primordiverse Theory Of Multiverseঅনুযায়ী, আলোর চেয়েও বেশি গতিসম্পন্ন বস্তু বা শক্তি আমাদের মহাবিশ্বে না থাকলেও, মহাবিশ্বের বাইরে নিশ্চয়ই রয়েছে, এবং তারাই আমাদের মহাবিশ্বের প্রসারণ ঘটাচ্ছে।

একটি শেষ প্রশ্ন:

Q(3): আমাদের মহাবিশ্বের প্রসারণের বেগ কি সব জায়গাতে সমান নাকি অসমান?

উত্তর: আমাদের মহাবিশ্বের প্রসারণ গোলাকৃতির কিন্তু, মহাবিশ্বে প্রসারণ গ্র্যাভিটির জন্য এক এক স্থানে এক এক রকম। যেখানে মধ্যাকর্ষণ বেশি সেখানে প্রসারণ তত কম। এবং যেখানে গ্র্যাভিটি যত কম সেখানে প্রসারণ তত বেশি। অর্থাৎ:

(২) গ্র্যাভিটি বেশি > প্রসারণ কম।

(৩) প্রসারণ বেশি > গ্র্যাভিটি কম।

সমীকরণ প্রমাণ উদাহরণসহ

(২) গ্র্যাভিটি বেশি > প্রসারণ কম

আমরা এই সমীকরণটি প্রমাণ করার জন্য পৃথিবী এবং চাঁদকে উদাহরণ হিসেবে রাখি। আমরা জানি যে প্রতি বছর চাঁদ আমাদের পৃথিবী থেকে 3.8 cm/year দূরে চলে যাচ্ছে।

DSV মডেল (EFUF) অনুসারে এটা তো আরও দ্রুত হওয়ার কথা কিন্তু হয় না।

কারণ:

আমাদের পৃথিবীর গ্র্যাভিটি বেশি। চলুন একটু গাণিতিকভাবে বিষয়টা বুঝে নেওয়া যাক:

$GE = 9.8\ m/s^2$

চাঁদের প্রসারণ $Em = 3.8\ cm/year = 3.8 \div 100 = 0.038\ m/year$

১ সেকেন্ডে চাঁদ প্রসারিত হচ্ছে:

$Fm = 0.038 \div (365 \times 24 \times 3600) = 0.038 \div 31{,}536{,}000 \approx 1.2 \times 10^{-9}\ m/s$

$\Rightarrow 9.8 > (1.2 \times 10^{-9})$

$\Rightarrow 2.8\ m/s > 0.0012\ m/s$

তো এই গাণিতিক ব্যাখ্যা থেকে প্রমাণ হয় যে, যেখানে গ্র্যাভিটি বেশি, সেখানে প্রসারণ কম।

সমীকরণ -(৩)

প্রসারণ বেশি > গ্র্যাভিটি কম

এই সমীকরণটি একটু জটিল হবে, কারণ এবার আমরা আমাদের গ্যালাক্সি থেকে বের হয়ে চলে যাবো 330 million light year বিস্তৃত Bootes Void-এ।

এখানে রয়েছে মাত্র ৫০টির মতো গ্যালাক্সি। এখন আমাদের এই সমীকরণটি প্রমাণ করতে হলে প্রয়োজন Bootes Void এর ভর।

Bootes Void এর ভর:

ধরি, মোট Galaxy = 60

১টি Galaxy এর ভর = $10^{12} \times M$

60 টি Galaxy এর ভর $m = 60 \times 10^{12} \times M = 6 \times 10^{13} \times M$

সূর্যের ভর $M = 1.989 \times 10^{30}$ kg

তাহলে মোট Galaxy ভর:

$= 6 \times 10^{13} \times 1.989 \times 10^{30}$

$= 1.1934 \times 10^{44}$ kg

এখন, Bootes Void এর গ্র্যাভিটি নিউটনের সূত্রে বের করি:

ধরি,

$m_1 = 1 \times 10^{42}$ kg (একটি গ্যালাক্সির ভর)

$m_2 = 1.1934 \times 10^{44}$ kg (Bootes Void এর মোট ভর)

$r^2 = 2.09 \times 10^{49}\ m^2$

$F = G \times m_1 \times m_2 \div r^2$

$F = 6.674 \times 10^{-11} \times (10^{42} \times 1.1934 \times 10^{44}) \div (2.09 \times 10^{49})$

$\approx 3.08 \times 10^{26}$ N

Bootes Void এর গ্র্যাভিটি বের করা শেষ।

একটা কথা মাথায় রাখবেন — Bootes এর মধ্যে থাকা গ্যালাক্সিগুলো একে অপর থেকে অনেক অনেক আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত, তাই এত দূরত্বে গ্র্যাভিটি একে অপরকে আকর্ষণ করতে পারে না।

সোজা কথা, গ্র্যাভিটি এত বড় হওয়া সত্ত্বেও এর প্রভাব Bootes Void এর মধ্যে নেই বললেই চলে।

Bootes Void এর প্রসারণ – Hubble's Law দিয়ে:

$V = H \times d$

আমরা জানি,

$H_0 = 70$ km/s/Mpc

$d = 150$ Mpc (Bootes Void এর ব্যাসার্ধ)

$V = 70 \times 150 = 10{,}000$ km/s

আমাদের সমীকরণ হলো:

প্রসারণ বেশি > গ্র্যাভিটি কম

Hubble’s Law অনুসারে Bootes Void এর প্রসারণ V = 10,000 km/s

আর নিউটনের সূত্র অনুযায়ী $F = 3.08 \times 10^{26}$ N

আমি আগেই বলেছিলাম, গ্র্যাভিটি বেশি হলেও লাভ নেই, কারণ জায়গা বেশি, তাই প্রভাব কম।

অর্থাৎঃ

(৪) প্রসারণ > আয়তন > গ্র্যাভিটি

(মান পরিবর্তনশীল)

→ $10{,}000 \text{ km/s} > 330\text{m}^{-1} > 3.08 \times 10^{26}$

এখান থেকে প্রমাণ হয়, আয়তন যত বেশি, গ্র্যাভিটির প্রভাব তত কম।

এখানে প্রভাব নেই বললেই চলে। আর গ্র্যাভিটির প্রভাব না থাকায় এখানে অনেক দ্রুত প্রসারণ হচ্ছে।

আমার দেওয়া এই ৩ টা সমীকরণের অধিকাংশ মান পরিবর্তনশীল।

উপসংহার এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

The Primordiverse Theory of Multiverse একটি নবদিগন্তমুখী তাত্ত্বিক কাঠামো, যা মহাবিশ্বের সৃষ্টি, গঠন এবং বিকাশকে Past-Future Universe (PFU) সাইকেল, DSV মডেল, এবং Super Multiversal Governance-এর মাধ্যমে নতুন আলোকে বিশ্লেষণ করে।

এই তত্ত্বের মূল লক্ষ্য হলো—মহাজাগতিক অজানা শক্তি ও পদার্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা, যা প্রচলিত পদার্থবিজ্ঞানের গণ্ডিকে অতিক্রম করে।

বর্তমানে, থিওরিটির গাণিতিক প্রমাণ ও পর্যবেক্ষণভিত্তিক বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ নয়; তবে এই কাজটি পরবর্তী পাঁচ বছরে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রাথমিক রূপটি বৈজ্ঞানিক সমাজে আলোচনা, সমালোচনা ও সহযোগিতার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, যাতে আগামী দিনের গবেষকরা এর উপর ভিত্তি করে আরও বিশদ গবেষণা পরিচালনা করতে পারেন।

আমরা বিশ্বাস করি—এই তত্ত্বটি মহাবিশ্ব ও মাল্টিভার্স বিষয়ে নতুন চিন্তা-চেতনার দ্বার উন্মোচন করবে এবং ভবিষ্যতের পদার্থবিজ্ঞান ও মহাজাগতিক দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশংসা পত্র

প্রদানকারী: Somit, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান তাত্ত্বিক, The Primordiverse Theory Of Multiverse

তারিখ: 08/06/2025

🌌 সিয়ামের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রশংসা ও অবদানের স্বীকৃতি

আমি, Somit,The Primordiverse Theory Of Multiverse -এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান তাত্ত্বিক হিসেবে, গভীর সম্মান ও বৈজ্ঞানিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ঘোষণা করছি যে সিয়াম হচ্ছেন এই থিওরির সহ-প্রতিষ্ঠাতা (Co-Founder) ও তাত্ত্বিক সহযোগী (Theoretical Collaborator)।

২০২৫ সালের শুরু থেকেThe Primordiverse Theory Of Multiverse গঠনের সময় থেকেই সিয়াম এই তত্ত্বের বিকাশে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেধাসম্পন্ন শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। LS থিওরির সামগ্রিক কাঠামো ও মৌলিক চিন্তার প্রায় ৩০–৪০% অবদান সরাসরি সিয়ামের চিন্তাধারা ও গবেষণার ফল।

সিয়ামের উল্লেখযোগ্য অবদানের ক্ষেত্রগুলো হলো:

PFU (Past-Future Universe) চক্র নির্মাণ ও পরিমার্জন

LSHSMG (Super Multiversal Governance) ধারণার সম্প্রসারণ

DSV Model-এর ব্যাখ্যা ও গতি-ভিত্তিক বাহ্যিক শক্তি হিসেবে ডার্ক এনার্জি ও ডার্ক ম্যাটার বিশ্লেষণ

তাত্ত্বিক আলোচনায় অংশগ্রহণ, যৌথ বিশ্লেষণ, ও থিওরির দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত রূপরেখা

তার বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্লেষণী বুদ্ধিমত্তা ও মৌলিক অনুসন্ধিৎসা এই মহাকাশবিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্বকে গভীর ও বিস্তৃত করে তুলেছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে সিয়াম একজন ব্যতিক্রমী তরুণ বিজ্ঞানচিন্তক, যার অবদান ইতোমধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের গবেষকের সমতুল্য।

এই কারণে, আমি তাকে সম্পূর্ণ আস্থা ও সম্মানের সঙ্গে সুপারিশ করছি, এবং আশা করি সে ভবিষ্যতে বিশ্ববিজ্ঞান জগতে এক অনন্য স্থান অর্জন করবে।

— Somit

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান তাত্ত্বক

The Primordiverse Theory Of Multiverse